দৈনিক সংবাদ

1 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...6...

আঠারবাড়ী মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহালের আবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বোর্ড ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র "শুধুমাত্র উপজেলা সদর দপ্তরে স্থাপন" এবং উপজেলা সদরের বাহিরের কেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করিয়া এক চিঠি দিয়াছেন। আঠারবাড়ী মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র উপজেলা সদরে না হইলেও যেকোন উপজেলার চেয়ে ইহার গুরুত্ব কম নয়। আর এই গুরুত্বের জন্যই আঠারবাড়ী উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে উপজেলা প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়া আসিতেছে এবং উপজেলা পরিকল্পনার যাবতীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মঞ্জুরির অপেক্ষায় আছে।

অত্র আঠারবাড়ী এলাকায় তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় দুইটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় শর্তাদি বিদ্যমান থাকায় আঠারবাড়ীতে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা আঠারবাড়ী হইতে উপজেলা সদরের দূরত্ব রেলপথে নয় মাইল আর বাসের রাস্তায় আঠার মাইল। উল্লেখ্য, উক্ত কেন্দ্র হইতে প্রতি বৎসর সত্তুর হইতে একশত মহিলা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। উপজেলা সদরে মেয়েদের কোন হোস্টেল না থাকায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। উক্ত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যেহেতু কোন অভিযোগ নাই সেইহেতু শুধুমাত্র উপজেলা সদর দপ্তরে স্থাপন, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এই আইন পুনর্বিবেচনা করিয়া আঠারবাড়ী মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহালের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিঃ শাহাদাত হোসেন
আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।

শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হোক

সিরাজগঞ্জ জেলাধীন শাহজাদপুর একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। এই উপজেলার শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উপমহাদেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রথম লগ্নে অর্থাৎ ১৮৮২ সালের কোন এক সময়ে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পূর্বে নাম ছিল 'শাহজাদপুর ইংলিশ হাইস্কুল'। দেশ যখন বিদেশী শাসিত, সেই সময় থেকেই এই এলাকার শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই স্কুলটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই স্কুলটি ঠাকুর পরিবার (কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর) এর আর্থিক আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী, পূর্ব পাকিস্তানের পুনর্বাসন অধিকর্তা মোঃ কে,এম সলিমুল্লা-সহ অনেক মনীষীর পদার্পণে ধন্য। ১৮৯০ সালের ২০শে জানুয়ারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন বইতে তিনি মন্তব্য করেন :

"visited the school for the first time went round all the classes. I did not try to frighten the boys out of their wits by cursory examination, which I fear, they have often enough--and I dare say the school is as good as any other of its kind."

টিনের ঘর ও ১৭০ জন ছাত্র নিয়ে শাহজাদপুর উচ্চবিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে এবং নির্মাণ কাজ ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হয়। ১৯১৯-২০ সালে সরকারী মঞ্জুরিতে স্কুলের জন্য একতলা বিশিষ্ট পাকা দালান নির্মিত হয়। তারপর ১৯৬০-৬১ সালে স্কুলটি বহুমুখী স্কীমের আওতায় আসে। সে সময় আশি হাজার টাকা ব্যয়ে সুসজ্জিত বিজ্ঞান ভবন, কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে আসবাবপত্র ও পনের হাজার টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরীর জন্য বই-পুস্তক ক্রয় করা হয়। এই সময়ে ইউনেস্কোর তরফ হতে কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। ১৯৭৭ সালে স্কুলটি পাইলট স্কীমের আওতায় আসে। টেলিভিশন অডিও কনসোল যন্ত্রপাতি সংযোগ দ্বারা স্কুলটি সুসজ্জিত করা হয়। শাহজাদপুর উপজেলার যে সকল শিক্ষিত সন্তানেরা দেশে বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁরা মূলতঃ এই স্কুলের ছাত্র। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে সুসাহিত্যিক মোঃ বরকতউল্লাহ (লেখক পারস্য প্রতিভা) ডঃ মযহারুল ইসলাম (প্রাক্তন উপাচার্য রা:,বি:), প্রফেসার আহসানুল হক (প্রাক্তন প্রক্টর, ঢা: বি:), সিরাজুল হক (প্রাক্তন সচিব, কৃষি বিভাগ), শ্রী নরেশ চক্রবর্তী (নাট্যকার পশ্চিম বঙ্গ), মাহদিবিল্লাহ খান মজলেস (পরিচালক, শরীরচর্চা বিভাগ, শিক্ষা পরিদপ্তর), আবদুল মতিন খান (উপ-সচিব ও নাট্যকার) নূরুল হুদা (উপপরিচালক, পাঠ্য পুস্তক বিঃ বাংলা একাডেমী), সহ আরও অনেকে।

প্রায় সাড়ে তিন একর জমির ওপর স্থাপিত, দু' সহস্রাধিক ছাত্রের পদচারণায় অতুলনীয় সৌন্দর্য মণ্ডিত দ্বিতলবিশিষ্ট বিদ্যালয় যে কোন পরিদর্শকের কাছে দর্শনীয়। শতায় বিশিষ্ট অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এই স্কুলটি শাহজাদপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশের গর্বের বস্তু। কিন্তু আজকে এই বিদ্যাপীঠ প্রশাসনিক জটিলতাসহ নানা সমস্যার জর্জরিত।

ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলটিকে সরকারীকরণের জন্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিধানচন্দ্র ঘোষ, শাহজাদপুর,
সিরাজগঞ্জ।